খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) সহকারী রেজিস্ট্রার নিমাই চন্দ্র মিস্ত্রি দোলনকে নিজ কক্ষে (২০৭ নম্বর) পৌনে ২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ পেয়ে ক্ষুব্ধ কুয়েটের সেকশন অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস দোলা রোববার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে কক্ষের বাইরে থেকে সিটকিনি আটকে দেন। উদ্ধার করেন। এর আগে একজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার কক্ষটি ব্যবহার করতেন। তিনি বদলি হওয়ায় কক্ষটি ফাঁকা হয়। একজন সংসদ-সদস্যের নিকট থেকেই কক্ষটি নেওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছিলেন। ৫ সেপ্টেম্বর জান্নাতুল ছুটিতে দেশের বাইরে ছিলেন। রোববার ক্যাম্পাসে এসেই ২০৭ নম্বর রুমে

জানা যায়, ৫ সেপ্টেম্বর সহকারী রেজিস্ট্রার দোলনকে লাইব্রেরি থেকে উপাচার্যের দপ্তরে বদলি করা হয়েছে। পরে দোলনকে ২০৭ নম্বর কক্ষটি বরাদ্দ দেয় কর্তৃপক্ষ। আর ওইদিন থেকেই ছুটিতে দেশের বাইরে যান জান্নাতুল। এ ব্যাপারে সহকারী রেজিস্ট্রার দোলন যুগান্তরকে জানান, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে এই রুমটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দোলা সেটি বুঝতে চাচ্ছিল না। সে হতে বলেন। আমি বের না হলে তিনি দরজা আটকে দেন। বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানাই। কিন্তু তারা মিটিংয়ে ছিলেন। পরে বেলা ১১ আমাকে উদ্ধার করেন। তিনি জানান, এর পেছনে অন্য কারও ইশারা থাকতে পারে।

স্থানীয় একজন নারী সংসদ-সদস্যের ভাগনি ও সেকশন অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস দোলা যুগান্তরকে বলেন, উপাচার্য পরিবর্তন হওয়ার পর এ আমাকে ওই কক্ষটি বরাদ্দ দেওয়া হবে, এটি আগেই চূড়ান্ত ছিল। ডেপুটি রেজিস্ট্রার ৫ মাস পরে অবসরে যাবেন। তাই আমি ধৈর্য ধরে ছিলাম। আজকের বিষয়টি আমি আমার বড় মামাকে (মহিলা সংসদের এপিএস) জানিয়েছি। তিনি বলেন, আমি স্থানীয় সংসদের ভাগনি জানার পরও আমাকে দোলন আমাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ট্রল করেছে।

কুয়েটের জনসংযোগ ও তথ্য শাখার সহকারী পরিচালক মনোজ কুমার মজুমদার যুগান্তরকে জানান, এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। আমরা এই বিষ নেওয়া হবে।